বেসরকারী হাসপাতালগুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রী

কম খরচে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা প্রদান করুন

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারী হাসপাতালগুলোর প্রতি দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার এবং কম খরচে দরিদ্র সাধারণ মানুষের চিকিৎসা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গতকাল হোটেল সোনারগাঁওয়ে কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং প্রথম ঢাকা লাইভ-২০০৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শেখ হাসিনা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশহিসেবে প্রতি মাসে অন্তত ১০ জন গরীব অথচ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের সমষ্টিগত উদ্যোগ একটি হাসপাতালের জন্য তেমন কোন ব্যয়বহুল হবে না। কিন্তু তা অনেক মানুষের দুর্দশা লাঘবে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসা ব্যয় কমানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে যে পরিমাণ চার্জ আদায় করা হয় তা আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।'

কার্ডিয়াক ল্যাবএইড হসপিটাল আয়োজিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, স্বাগত ভাষণ দেন ল্যাবএইড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহমেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হৃদরোগ মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর হৃদরোগে মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হৃদরোগ দিন দিন স্বাস্থ্যসেবা খাতে অন্যতম সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তিনি বলেন, ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ৮৭ লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, যা সব ধরনের মৃত্যুর শতকরা ৩৫ ভাগ। উদ্বেগের বিষয় হলো, এ মৃত্যুগুলোর অর্ধেকেরও বেশি হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক-চতুর্থাংশেরও বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এই অঞ্চলে হৃদরোগের প্রকোপ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে– অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, অত্যধিক মানসিক চাপ, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত ব্যায়াম না করা। তিনি বলেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হৃদরোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন ওষুধসামগ্রী। হৃদরোগ মোকাবিলায় ওষুধ এবং প্রযুক্তি যেমন আবশ্যক, তেমনি এই রোগের কারণ ও তা প্রতিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এটা পরিষ্কার যে, হৃদরোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিরোধ করাই সর্বোত্তম উপায়।

শেখ হাসিনা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা সবসময় প্রাধান্য পেয়ে আসছে। ফলে অন্যান্য জটিল রোগগুলো আড়ালে থেকে যায়। তাই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কৌশলে হৃদরোগ এবং তার প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

হৃদরোগ সম্পর্কে তার সরকারের সচেতনতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের জনগণের অনেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তাদের রোগ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তিনি এ ধরনের অকাল মৃত্যু বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, সরকার এই গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রতিটি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্যাথলজি ল্যাবরেটরিসহ কার্ডিয়াক সার্জারি এবং

হৃদরোগ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধাসংবলিত হৃদরোগ বিভাগ স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে। এরফলে হৃদরোগে ভুগছেন দেশের এমন বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় দ্রুত ও কার্যকরী চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এছাড়া শিশুদের হৃদ রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কার্ডিয়াক সার্জনদের মহামিলন ঘটেছে। তাদের কাছাকাছি আসার এবং নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার অপূর্ব সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে পেশাগত বন্ধন ও সামাজিক সৌহার্দ্যও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এ সম্মেলনের আলোচনা ও উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে তারা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি দেশের হৃদরোগ চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য রোগ নির্ণয় ও প্রযুক্তিগত কৌশলের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক-নির্দেশনা বেরিয়ে আসবে।

তিনি বলেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারের একার পক্ষে সকল নাগরিকের শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এখনও সম্ভব নয়। বরং দেশের এক বিরাটসংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে বেসরকারী চিকিৎসক, হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলো থেকে। ইদানীং বেসরকারী খাতে দক্ষ চিকিৎসক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং এসব হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

এই উদ্যোগ অবশ্যই আমাদের দেশের রোগীদের বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার ওপর নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে বেঁচে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। তারপরও দেশের বেসরকারী হাসপাতালগুলোর উন্নয়নের জন্য আরো অনেক কিছুই করণীয় রয়েছে। আমাদের দেশের অনেক বেসরকারী ক্লিনিকে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই, নেই দক্ষ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অপচিকিৎসা ও ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ শোনা যায়, তার ওপর বেসকরারী ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিগুলো থেকে সেবাপ্রাপ্তির ব্যয়ও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য ও ওষুধ নীতিকে যুগোপযোগী করায় তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে মেডিকেল সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন ৪ হাজার চিকিৎসক নিয়োগেরও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া জনগণের চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে নার্স ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল স্টাফ নিয়োগের কাজও শুরু হয়েছে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে হৃদরোগ চিকিৎসার নতুন দিক-নির্দেশনা পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির জনকের রুহের মাগফিরাত কামনা

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সন্ধ্যায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যান। তিনি সেখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজ আদায়ের পর বঙ্গবন্ধু ভবনের সিঁড়িতে যেখানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কাছে তিনি বেশকিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহতাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব নকিব আহমেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

xxxxxx